বর্ষায় কক্সবাজারে

কামরুন নাহার

মেঘলা আঁধারে গুমোট আকাশ। থই থই আকাশে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। বর্ষা এসে গেছে। এজন্য কি ঘরে বসে থাকতে হবে? ছুটিতে বা কোনো অবসরে প্রিয়জনকে বা সঙ্গীকে নিয়ে ঘুরে আসুন। বর্ষাকালে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়া? বৃষ্টি-বাদলের দিনে? কথাটা শুনে একটা বিরূপ ভাব আসতেই পারে। বাংলাদেশ মানুষ বেড়াতে যায় সাধারণত শীতকালে। এ সময় চারদিকে রোদ ভরে থাকে। কিন্তু ধরা যাক বর্ষাকালে যাচ্ছেন কক্সবাজারে, একা, দু'জনে কিংবা সপরিবারে। কেমন দাঁড়াবে বেড়ানোটা। বর্ষাকাল মানে আকাশ কালো করে যখন তখন বৃষ্টি নামা। যাই বলেন, বৃষ্টি-বাদলের আনন্দই আলাদা। অবসন্ন মনকে ভালো করতে বা দু'জনের সম্পর্ককে গাঢ় করতে কিংবা পুরনো সম্পর্ক ঝালাই বা মজবুত করতে বন্ধুদের কিংবা পরিবারের লোকদের নিয়ে দু'চার দিনের জন্য অতি স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় পর্যটন শহর কক্সবাজার থেকে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি দেশের অন্যতম পর্যটন শহর কক্সবাজার।

বর্ষাকালেই বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ সবচেয়ে বেশি খোলে। অফুরান সেই সৌন্দর্যের মেলায় থই থই রঙের বন্যা। প্রকৃতি এখানে আপন খুশিতে রঙের সম্ভার ছিটিয়ে দিয়েছে বিশাল সবুজ ক্যানভাসে। সেই সৌন্দর্য অনবদ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষা ঋতুকেই বাংলার সেরা ঋতু বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ সময় বাংলাদেশে নানা সুগন্ধী ফুল যেমন- কদম, বেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা ফুটে ওঠে। বর্ষায় এ সময় বৃষ্টির নূপুর ঝঙ্কার আর কবিতার ছন্দ যেন একসঙ্গে মিশে যায়।

বর্ষা ছাড়া এমন বৈভব আর কোন ঋতুতে আছে? বর্ষায় সমুদ্রে নামা এবং সমুদ্রে স্নান দুই-ই নাস্তি। সাগরের বিশাল সিম্ফনি বিস্ময়ে শুধুই দেখে যাওয়া। তবে সমুদ্রের তীরে বসে উত্তাল, তরঙ্গমালা দেখার আনন্দই আলাদা। অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরা। বর্ষায় কাচ-ঢাকা গাড়িতেই তো যাচ্ছেন হয়তো একা বা বন্ধুদের নিয়ে কিংবা পরিবার নিয়ে রামু, মহেশখালী, টেকনাফ, পাথুরে ইনানী বিচের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে কত ঝরনা, কত প্রজাপতি, কত পাখি এ ফুল থেকে ও ফুলে অকারণে চঞ্চল রাস্তার দু'পাশে কখনও গাছে গাছে সবুজ। একটার পর একটা অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ। এমনই সুন্দর টুকরো ছবি দেখতে দেখতে পথচলা। গাড়ির কাচ-ঢাকা জানালার বাইরে বৃষ্টির নির্ঝর রাস্তায় যেতে যাত্রার আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেবে। এই আনন্দ শীতকালে কোনোভাবে কি পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। তাই বর্ষায়ই চলুন কক্সবাজারে।

কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থান

সেন্টমার্টিন দ্বীপ : বাংলাদেশে একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। সাগরের উঁচু ঢেউয়ের সময় মূল দ্বীপ সেন্টমার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ছেঁড়া দ্বীপ। বেড়াতে যাওয়ার জন্য এই দ্বীপটিও চমৎকার। সাগরের জীবন্ত প্রবাল দেখা যায় ছেড়া দ্বীপের স্বচ্ছ পানিতে। অসংখ্য নারিকেল গাছ ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যময় দ্বীপটি। একসময় একে নারিকেল জিঞ্জিরা নামে অভিহিত করা হতো।

ইনানী বিচ : ইনানী মূলত পাথরের বিচ। সমুদ্রের ধারে ছোট বড় পাথুরে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর তার উপর সমুদ্র এসে আছড়ে পড়ছে। ভাটার সময় বিচের সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে যায়।

রামু : রামুতে স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে তৈরি একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। এছাড়া বিদেশীদের অর্থায়নে পরিচালিত উপজাতীয়দের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি স্কুল ও হোস্টেল আছে।

হিমছড়ি : ছায়াঘেরা, পাখি ডাকা সবুজের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া লেকের অপার সৌন্দর্যে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ না হয়ে পারে না। হিমছড়ির প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম ঝরনা আর ছায়াছবির জন্য চমৎকার শুটিং ও পিকনিক স্পট দুই-ই দেখতে পারবেন। যা পর্যটকদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

টেকনাফ : একটি সুন্দর সমুদ্র সৈকত। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ শহরে ঢোকার মুখে ৫ কিলোমিটার আগে এই বিচটির অবস্থান। বার্মিজদের হাতের তৈরি অসংখ্য আকর্ষণীয় দ্রব্যাদিসহ ঝিনুকের নানা রকম অলঙ্কার মার্কেটে পাবেন। যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়াও এখানে মাথিন নামে একটি কূপ আছে যা আজও প্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ।

মহেশখালী : কক্সবাজার থেকে স্পিডবোটে যেতে হয় মহেশখালী। বিখ্যাত বৌদ্ধ আদিনাথ মন্দির আছে। কথিত আছে শিব তার স্ত্রীর সতীর মৃতদেহ নিয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে তার স্ত্রীর অলঙ্কার পড়েছিল সেখান থেকেই পাহাড়ের অনেক উঁচুতে মন্দির গড়ে ওঠে। এই মন্দির-টিতে হিন্দু সম্প্রদায় পূজা দিতে আসে এবং তখনই পর্যটকদের দৃষ্টি পড়ে। এছাড়া মহেশখালীর মিষ্টি পান, তাঁত শিল্প, লবণের মাঠ প্রসিদ্ধ।

নিঝুম দ্বীপ : সবুজ বেষ্টনী ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত নিঝুম দ্বীপ। যার আয়তন ৯০.৬৫ বর্গ কি.মি.। কক্সবাজারে অনেক নতুন দ্বীপ গজিয়েছে যেমন- সাগরকন্যা কুতুবদিয়া, ধলঘাট দ্বীপ, স্বপ্নের দ্বীপ সোনাদিয়াসহ আরো অনেক। যারা ভীতু সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদ্বয় সাগর পাড়িকে বিপদগ্রস্ত মনে করছেন তারা কক্সবাজার শহরেই চোখ জুড়ানো নানা দৃশ্য দেখতে পাবেন।

সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপবাসীর অধিকাংশই নিম্ন আয়ের মানুষ। পেশায় জেলে। চারদিকে সাগর। সেখানে গেলে সাগরের জেলে জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। সাগরের মাছ শিকারের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ ঘটবে। বর্ষাকালে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, জোয়ার-ভাটার তারতম্য। বর্ষকালে জোয়ারের সময় সাধারণ পানির স্তর দুই থেকে আড়াই ফুট উঁচু দেয়ালের মতো হয়ে এগুতে থাকে। পানির দেয়ালের এই এগিয়ে আসার দৃশ্যে মন জুড়াবেই।

কক্সবাজারে দর্শনীয় স্থান দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরে রাত দিন কাটানোর জন্য রয়েছে অনেক হোটেল।

কক্সবাজারের হোটেল

কক্সবাজারে অসংখ্য হোটেল আছে। যেমন : বে রিসোর্ট, কক্সবাজার উপল, লাবণী, শৈবাল, সি-ক্রাউন, কোরেল রিফ, হোটেল সীগাল ইত্যাদি। পছন্দ অনুযায়ী একটি বেছে নিতে পারেন। যেমন-

নিটল বে রিসোর্ট : ডিলাক্স ডবল রুম- ১২৫০ টাকা, ডিলাক্স টুইন রুম ১৮৫০ টাকা, কনফারেন্স রুম ৯০০০ টাকা। ফোন : কক্সবাজার অফিস ০৩৪১-৬৪২৭৮, ৬৩৬৭৭।

কক্সবাজার উপল : এসি রুম ৩৩৫০ টাকা, নন এসি রুম ১৬২৫ টাকা। ফোন : কক্সবাজার অফিস ০৩৪১-৬৪২৫৮।

মোটেল লাবণী : এসি, টিভি, টেলিফোনসহ রুম ১১০০ টাকা। নন এসি, টিভি, টেলিফোনসহ রুম ৮০০ টাকা। কনফারেন্স রুম ৩০০০ টাকা। ফোন : কক্সবাজার অফিস ০৩৪১-৬৪৭০৩।

হোটেল শৈবাল : এসি টুইন বেড ৩৫০০ টাকা। এসি ডিলাক্স টুইন বেড ২২০০ টাকা। কনফারেন্স রুম ৫০০০ টাকা। ফোন : ০৩৪১-৬৩২৭৪।

হোটেল সী-ক্রাউন : ডিলাক্স সুপ্রিম ২৫০০ টাকা। ডিলাক্স ১২০০ টাকা। ট্রিপল নন এসি ৯০০ টাকা। সুপিরিয়র নন এসি ৭০০ টাকা। ফোন : ০৩৪১-৬৪৭৯৫।

হোটেল কোরেল রিফ : এক্সিকিউটিভ ডিলাক্স ১৮০০ টাকা। ডবল ডিলাক্স-এসি ৯০০ টাকা। ডবল ডিলাক্স নন এসি ৬০০ টাকা। ফোন : ০৩৪১-৬৪৪৬৯, ৬৪৪৩২।

হোটেল সীগাল : পর্যটন নগরী কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের মাত্র ২৫ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে কক্সবাজারের একমাত্র পাঁচতারা হোটেল সীগাল। নিঝুম রাতে সমুদ্রের গর্জন শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়া আর ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকাতেই মনে হবে সাগরের ঢেউ যেন তীব্র উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে জানালার দিকে। ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য। এছাড়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশৈলী মনোমুগ্ধকর। সামনে বিশাল সাগর আর পেছনে পাহাড়। ১৮২ কক্ষবিশিষ্ট এই হোটেলে তিনটি মিটিং, কনফারেন্স বা সংবাদ সম্মেলনের জন্য আধুনিক মানসম্পন্ন হল আছে। অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ সেখানে পাবেন লেকটার্ন ও মাইক্রোফোন, রেডিও মাইক্রোফোন, ওভারহেড প্রজেক্টার, স্ক্রিন, স্লাইড প্রেজেন্টেশন, ভিডিও প্রজেকশন ফেসিলিটিজসহ ১৩৭ ফুট লম্বা সুইমিংপুল, জিমনেশিয়াম, হেলথ ক্লাব, বিউটি পার্লার, স্টিম বাথ ও হট স্পা ও ম্যাসেজ আছে। এছাড়া সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার, গরম-ঠান্ডা পানির ব্যবস্থাসহ সার্বক্ষণিক জেনারেটর, লন্ড্রি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে সৈকতে বাউল গান, গিটারের সঙ্গে বাংলা গানের আসর বসে। তখন সবার সামনে সীগালের মোবাইল রেস্টুরেন্টে তাৎক্ষণিক তৈরি করে দেয়া হয় রূপচাঁদা, গলদা চিংড়িসহ নানা সামুদ্রিক মাছের গ্রিল। প্রতি মাসেই ১০ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়ে উৎসব চলে কোনো না কোনো দেশের। বিদেশী অতিথিদের জন্য আছে বার ও ডিসকোর বিশেষ ব্যবস্থা। হোটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুম ইকবাল বলেন, 'কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রোপ ওয়ে মনোরেল চালুর পরিকল্পনা, সাগরের ওপর ভাসমান জাহাজ রেস্তোরাঁ করার পরিকল্পনা আছে। তবে সরকারের সহযোগিতা থাকলে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে নতুন নতুন পর্যটক কক্সবাজার আনার এবং ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের বিদেশ থেকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করতে পারি। সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কের স্টেশন স্থাপন করে আধুনিক বিশ্বে কক্সবাজারের মান বেড়ে গেছে অনেক বেশি, কক্সবাজারের পর্যটন স্পটগুলোতে প্রয়োজন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও জরুরি ভিত্তিতে বিমানবন্দর সম্প্রসারণসহ সমন্বিত উদ্যোগ। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে ইকো ট্যুরিজম ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থায়। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থায় ট্যুরিজমকে আনা জরুরি। সমন্বিত উদ্যোগ নিলে এই শিল্প গোটা জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে।'

সাগরকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল সীগাল

†hfv‡e hv‡eb K·evRvi

ঢাকা-কক্সবাজার এসি-নন এসি বাস সার্ভিসে কোনো এক বৃহস্পতিবার রাতে উঠে পড়ুন। বাস ভাড়া এস আলম, সাউদিয়া, টোকিও লাইন ৩২০-৫০০ টাকা, আর গ্রিনলাইন, সিল্ক লাইন, সোহাগের ভাড়া ৩৫০- ৫৫০ টাকা।

we‡P hv e¨envi Ki‡eb

সানগ্লাস, ছাতা বা টুপি, পায়ে ঝিনুক থেকে রক্ষা পেতে প্লাস্টিক বা রাবারের জুতা, ক্যামেরা বা ভিডিও। যেহেতু বর্ষাকাল তাই মেয়েরা পড়তে পারেন হালকা রংয়ের ঢিলেঢালা সুতি, সিল্ক, সিনথেটিক বা জর্জেটের পোশাক। আর ছেলেরা হাফপ্যান্ট, ঢিলে গেঞ্জি, টি-শার্ট বা ফতুয়া জাতীয় পোশাক।

সীগালের প্যাকেজ ও খরচাদি

বর্ষা মৌসুমের জন্য ৪০ শতাংশ বিশেষ ছাড় দিচ্ছে।

ডিলাক্স (সাগরমুখী) সিঙ্গেল ২৮৭৫ টাকা, ডাবল ৩৩৭৫ টাকা। ডিলাক্স (পাহাড়মুখী) সিঙ্গেল ২৬২৫ টাকা, ডাবল ৩০০০ টাকা। রেগুলার (পাহাড়মুখী) সিঙ্গেল ১৭৫০ টাকা, ডাবল ২০০০ টাকা। প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট ১৮৭৫০ টাকা, সুইট ৬২৫০ টাকা।

সীগাল কর্তৃপক্ষ ৫০ জনের বিভিন্ন রুম প্যাকেজের আয়োজন করেছে। ১. বাম্পার ইকোনমি প্যাকেজ ১ রাত ২ দিন দম্পতি- ১৪৯৯ টাকা ও প্রতিজন ৮০০ টাকা (খ) সুপিরিয়র উইকেন্ড কনভেনশন ৩ রাত ৪ দিন ২৫০০ টাকা। (গ) কমফোর্টস উইকেন্ডস ২ রাত ৩ দিন ২২০০ টাকা। (ঘ) গ্রেট সীগাল রিট্রিট কনভেনশন ৩ রাত ৪ দিন ২৭০০ টাকা প্রতিদিন (ঙ) গ্রেট সীগাল থিম কনভেনশন ৩ রাত ৪ দিন ৩৫০০ টাকা। হোটেলে বসেই অদূরে গভীর সমুদ্রের হাতছানি, সাগর পাহাড়ের মিতালী, গাঙচিলের উদাস ডাক আর সবুজ শোভিত ঝাউবনের উত্তাল বাতাসের ফিসফিস, রাতে সমুদ্রের গর্জন আর বিকেলে সমুদ্রের বুকে সূর্য ডোবার দৃশ্যসহ অপরূপ নৈসর্গিক মনোলোভা সৌন্দর্য দেখতে পাবেন।

কক্সবাজার অফিস : ০৩৪১-৬২৪৮০-৯১
ঢাকা অফিস : ৮৩২২৯৭৩-৬, ৮৩১৪০২০
www.seagullhotelbd.com

we‡P kZK _vKb বা"পিদের ব্যাপারে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে রাখুন। গাইডের নির্দেশ মোতাবেক চলুন। চুরি, ছিনতাইয়ের ভয় কম তবুও সাবধানে থাকুন। যাদের হার্টের বা প্রেসারের সমস্যা অথবা ভীতিরোগ আছে তারা স্পীডবোট, সীট্রাকে উঠা থেকে বিরত থাকুন।